রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৩ আশ্বিন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.৪২১.৬২.০২২.১৮.২৯০—আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি, মঠবাড়ীয়া থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদ গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

২। জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০২ আশ্বিন ১৪২৫/১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত শোকপ্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাচ্ছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪.০০

মন্ত্রিসভার শোকপ্রস্তাব

ঢাকা: ০২ আশ্বিন ১৪২৫ / ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি, মঠবাড়ীয়া থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদ গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদ ১৯৩০ সালে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়ীয়া উপজেলার দক্ষিণ মিঠাখালী গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদ পাকিস্তান বিমানবাহিনীতে করপোরাল পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসাবে গ্রেফতার হন। পরে তীব্র গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক উক্ত মামলা প্রত্যাহারের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য অভিযুক্তের সঙ্গে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুবর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি ৯ নম্বর সেক্টরের অধীন সুন্দরবন সাব-সেক্টর বাগেরহাটের কমান্ডার হিসাবে সম্মুখ সমরে থেকে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করেন।

জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদ ১৯৭২ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত মঠবাড়ীয়া উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হিসাবে সততা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদ বঙ্গবন্ধুর বিশেষ স্নেহধন্য ছিলেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ছিল তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। তাঁর সুচিকিৎসার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন।

ব্যক্তিজীবনে জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদ ছিলেন অমায়িক, নির্লোভ ও জনদরদী একজন মানুষ। রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের পরও তিনি সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য নিরন্তর কাজ করে গেছেন। তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে তিনি মঠবাড়ীয়া বণিক সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। এছাড়া, মঠবাড়ীয়া সদর হাসপাতাল নির্মাণেও তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। উদারতা ও পরোপকারিতার জন্য এলাকায় তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদের মৃত্যুতে জাতি একজন দেশপ্রেমিক রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাকে হারাল। রাজনৈতিক অঙ্গনে সৃষ্টি হল এক অপূরণীয় শূন্যতা।

মন্ত্রিসভা জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd